গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এই দুশো বছরে কোন লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তুর্কি বিজয়ের ফলে ধর্ম ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, উচ্চ-নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মিলন সম্ভব হয়েছিল এবং তার ফলস্বরূপ বাঙালি জাতির স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়েছিল। তুর্কি বিজয়ের ভয়াবহতা কাটিয়ে আমরা উপস্থিত হই অনুবাদ সাহিত্য-বৈষ্ণব সাহিত্য-মঙ্গলকাব্যের মতো মধ্যযুগের সাহিত্য আঙিনায়। মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধারায় আমরা মঙ্গলকাব্যের ধারাকে পেয়েছি। মঙ্গলকাব্যগুলি মাটির সম্পদ।

যের ইতিহাসে লৌকিক ও পৌরানিক দেবমহিমা নির্ভর ধর্মসম্প্রদায়গত আখ্যানকাব্যগুলিই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসমাজের বিশেষ যুগের সাহিত্য সাধনা হলেও তা শুধুমাত্র একটি জনসমাজের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস থেকে উদ্ভব হয়নি। মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের লৌকিক ও বাইরে থেকে আসা মিশ্র ধর্মমতের সঙ্গে মিলে মিশে যে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করে চলেছে। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের নেপথ্য ইতিহাসের পেছনে রয়েছে স্বয়ং কবি ও বৃহত্তর সমাজ; অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই মঙ্গলকাব্য। বাংলাদেশের এই আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। তার আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট সাহিত্য রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমি ধর্মমঙ্গলকাব্য (ময়ূরভট্ট, রূপরাম, মানিকরাম, ঘনরাম) –গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করে ধর্মমঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আমি সমগ্র বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করেছি –

প্রথম অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের পটভূমি ও কাব্যের সাধারণ পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

তৃতীয় অধ্যায় : রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

চতুর্থ অধ্যায় : ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

পঞ্চম অধ্যায় : মানিকরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার অভিনবত্ব

উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের পটভূমি ও কাব্যের সাধারণ পরিচয়

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে অনার্য প্রভাবে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনী – ক. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, খ. লাউসেনের কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে দেখা যায় ধর্মের কৃপায় অপুত্রক হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভ। এই অংশ অলৌকিক মহিমায় পরিপূর্ণ। লাউসেন কাহিনীতে ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন, লাউসেনের বীরত্ব, সাহসিকতা, ধর্মঠাকুরের কৃপালাভ কাব্যের মূল কাহিনী যা রাঢ়বঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধর্মঠাকুর প্রস্তর খণ্ডে, পাদুকা চিহ্নে, কূর্মমূর্তি রূপে, কখনো ডিম্বাকৃতি ধর্মঠাকুরের মূর্তি রূপে পূজা হয়ে থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে রাজা হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, লাউসেন, রঞ্জাবতী, মহামদ, কলিঙ্গা, কানাড়া, নয়ানী, সুরিক্ষা, কালুডোম ইত্যাদি চরিত্র সমাহার লক্ষণীয়; ধর্মমঙ্গলকাব্যে উচ্চ ও নিম্নবৃত্তের চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব কর্মনিপূণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় আমরা পেয়েছি ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমূখ কবিদের। ধর্মমঙ্গল কাব্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের হয়েও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির লেখায় আলাদা রূপে ধরা পরেছে। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আমরা রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তীকে পেয়েছি। রূপরাম ও ঘনরামের কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি, নির্মাণ কৌশল, শব্দ চয়ন এবং আলংকারিক সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সমালোচক, পণ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পোষন করেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে ‘রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য’ বলে চিহ্নিত করেছেন সুকুমার সেন। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা’ বলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আদিকবি ময়ূরভট্ট। আমাদের উপজীব্য গ্রন্থটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ময়ূরভট্টের খণ্ডিত কাব্য থেকেই তাঁর কাব্যালোচনায় অগ্রসর হব। ময়ূরভট্টের কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা বিষয়ক ধারা প্রবাহের অন্বেষণই উপজীব্য। ময়ূরভট্টের কাব্যে ধর্মঠাকুরকে মান-সরোবরে কালুডোমের বাটুল দিয়ে আঘাত করা, মহামদ-লাউসেনের মামা-ভাগ্নের স্পম্পর্কের টানাপোড়েন ও সমাজে তার প্রতিফলিত রূপ সামাজিক অবস্থার পরিচয় দান করে। মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বা দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, দীর্ঘকাল
স্থায়ীও হয়নি। আলোচ্য অধ্যায়ে ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণই মূখ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

মধ্যযুগে সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার ধারা প্রতিটি শতকেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কেননা এই বৃহত্তর সমাজই কাব্যের উপজীব্য। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার যে পরিচয় দেখতে পেয়েছি তা একরকম; আর ধর্মমঙ্গল কাব্য যেহেতু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তাই সেখানকার সমাজ জীবন ও জীবনধারাই সেখানে ফুটে উঠেছে। সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের যে সম্পর্ক তাদের জীবনচর্চায় ধরা দেয় তা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে স্বতন্ত্র। রূপরামের কাব্যে লাউসেন ও মহামদের কার্যকলাপ, সমাজের নারীদের স্থান, নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলির প্রভুভক্তি—উক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনচর্চার দিক ফুটিয়ে তোলাই এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। যুগোচিত নানা বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে প্রকট হয়েছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতক এবং সাধারণ ভাবে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা তাঁর কাব্যে ভিন্ন মাত্রায় ধরা দিয়েছে। কাব্যকাহিনীতে অত্যন্ত গৌরব জনক ভুমিকায় দেখা যায় ডোমদের, সামাজিক ভাবে তাদের গৌরব যখন অবদমিত। সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রকাশ ঘটেছে ঘনরামের কাব্যে। ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রবর্তনের ইতিহাসটি বাংলা ধর্মীয় সমাজ তত্বের দিক থেকে অধিক গুরুত্বের অধিকারী। বিভিন্ন চরিত্রের জীবনচর্চা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে তাদের কার্যকলাপের পরিচয়ের পুঙ্খানুপঙ্খ বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে ধরার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

মানিকরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম একজন কবি মানিকরাম গাঙ্গুলী। মানিকরামের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা। মানিকরামের কাব্যেও সমাজ-সংস্কৃতি জীবনচর্চার পরিচয় বিধৃত হয়েছে বহুল মাত্রায়। মধ্যযুগীয় সেই সময়ের রূপই পাই মানিকরামের কাব্যে। সেই সময়ের সমাজে যে সুখ-শান্তি ছিল তা কবির কাব্যে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজার প্রতি আনুগত্য, সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার ধারায় আচার-সংস্কৃতি, নারীদের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তথা সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বিভিন্ন দিক অন্বেষণই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার অভিনবত্ব

ধর্মমঙ্গল যুদ্ধ প্রধাণ কাব্য। সাধারণভাবে বাঙালির নিজস্ব কাহিনী কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ খুব একটা স্থান পায়নি, ধর্মমঙ্গলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম ভাবে ধরা দিয়েছে। এর প্রধান-অপ্রধান নারী-পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের অবস্থান নির্বিশেষে যুদ্ধের সাথে জড়িত। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ বহু যুদ্ধের বিবরণের মধ্য দিয়ে এবং যোদ্ধা চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব অঙ্কণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে মানবিক বোধকেই প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি ধর্মমঙ্গলকাব্য যুদ্ধপ্রধান কাব্য হলেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির মতোই মানবিক রসের দিক থেকে কিংবা চরিত্র ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে, সমাজ-সংস্কৃতির ও জীবনচর্চার বহুল পরিচয় বিধৃত হয়েছে। একারনেই ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং এই কাব্যের অন্তর্ভূক্ত মানুষগুলি মূলত বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল স্থান জুড়ে অবস্থান করছে। আলোচ্য অধ্যায়ে ধর্মমঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন বা অভিনবত্ব অন্বেষণই এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়।

উপসংহার

ধর্মমঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কালের সীমা অতিক্রম করে অনাদিকালের সাহিত্য সম্পদ হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। আবার কবিদের রসবোধ সংযমও চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে এই নির্দিষ্ট কবিদের কাব্যগুলি আমাদের নতুন মাত্রা দিয়েছে। আর সেই কৌতুহল থেকে আমাদের যে শুরু, সেই যাত্রার সমাপ্তিতে এসে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হব কেন ধর্মমঙ্গল কাব্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে স্বতন্ত্র এবং এর গুরুত্ব আলাদা মাত্রার সঞ্চার করেছে। মধ্যযূগীয় সাহিত্য ধারায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে রচিত বিশেষ সময়ের তথা, বিশেষ অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির বিবরণ স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন কবিরা তাঁদের কাব্যে। জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যকে দেখিয়েছেন সমাজের প্রেক্ষিতে, সময়োপযোগী করে। এই অভিনবত্বের পরিচয় বিধৃত করাই উপলক্ষ।